দৈনিক ইনকিলাব

18 FEB 2015

পাস নম্বর বৃদ্ধিতে প্রাইভেট মেডিকেলে সাড়ে তিন হাজার আসন খালি

হাসান সোহেল

ভর্তি পরীক্ষায় পাস নম্বর বাড়িয়ে দেয়ায় শিক্ষার্থী সঙ্কটে পড়েছে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো। চলতি শিক্ষাবর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়ায় শূন্য রয়েছে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার আসন। এবার ভর্তি পরীক্ষা পাস নম্বর ২০ থেকে বাড়িয়ে নতুন করে নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ নম্বর। শিক্ষার্থী সঙ্কটের কথা তুলে ধরে পর্যাপ্ত-সংখ্যক শিক্ষার্থী পেতে পাস নম্বর কমিয়ে দিতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে দফায় দফায় দেন-দরবারও করেছে প্রাইভেট মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

যদিও এখন পর্যন্ত বিষয়টির কোন ফল পায়নি তারা। সরকার ও সংশ্লিষ্টদের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে নম্বর বাড়িয়ে দেয়ার অস্থানেই আছেন তারা। অন্যদিকে পাস করতে না পারায় ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নও ভঙ্গ হয়েছে কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর। বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন সূত্রে জানা গেছে, চলতি ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে সেবরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে ৬০ শতাংশ আসন শূন্য রয়েছে। একইভাবে ২০১৩-১৪ শিক্ষা বর্ষে ডেন্টাল কলেজে গড়ে ৭৫ শতাংশ আসন খালি ছিল এবছর তা ৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের ভাষ্যমতে গত বছর অর্ধেক ডেন্টাল কলেজে ছাত্রছাত্রী পায়নি আর এবছর পুরো ১৮টি ডেন্টাল কলেজ বন্ধ হয়ে যাবে।

বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজগুলো সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে পাস নম্বর ৪০ করায় একদিকে চরম শিক্ষার্থী সঙ্কট দেখা দিয়েছে আবার অন্যদিকে মেডিকেলে পড়ার প্রচণ্ড আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও পড়তে পারছেনা। হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল ব্যতীত অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই গড়ে ২৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। এর

পৃঃ ১২ কঃ ৬

পাস নম্বর বৃদ্ধিতে প্রাইভেট

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মধ্যে আবার কোনো প্রতিষ্ঠানে ১০ শতাংশ বা আরো কম শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন। এদিকে বেসরকারি ডেন্টাল কলেজগুলোর অবস্থা আরো নাজুক। অধিকাংশ ডেন্টাল কলেজ শিক্ষার্থী শূন্য। বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমসিএ) ট্রেজারার ইকরাম হোসেন বিজু বলেন, শিক্ষার্থী সঙ্কটে ডেন্টাল কলেজগুলো বন্ধের উপক্রম হয়েছে। তিনি জানান, গত ১৫ জানুয়ারি ভর্তি কার্যক্রম শেষ হলেও শর্তের কারণে প্রয়োজনীয়-সংখ্যক শিক্ষার্থী না পাওয়ায় বেশিরভাগ আসন শূন্য রেখেই শুরু করতে হয়েছে এবারের শিক্ষা কার্যক্রম।

এদিকে ভর্তি পরীক্ষার পাস নম্বর কমানোর বিষয়ে কয়েক দফা সরকারের কাছে দাবি জানায় বেসরকারি মেডিকেল কলেজের মালিকরা। ওই দাবি আমলে নিয়ে প্রথমে ১৪ ডিসেম্বর এবং পরবর্তীতে ৩ ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সভায় সিদ্ধান্তের পরিবর্তন না করলেও পরবর্তী সভায় পাস নম্বর না কমিয়ে বিদেশি কোটায় ১০ শতাংশ অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দেয় মন্ত্রণালয়।

অবশ্য একই দাবিতে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের মালিকরা প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর শিক্ষার্থী ভর্তির পাস নম্বর কমানোর আবেদন করেন। প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব জান্নাতুন নাঈম স্বাক্ষরিত গত ১৮ জানুয়ারির এক প্রজ্ঞাপন সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট মো. আব্দুল হামিদের কাছে ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে পাস নম্বর কমিয়ে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে ৪০ থেকে ২০ এবং ডেন্টাল কলেজের জন্য ১০ নম্বর করার আবেদন করা হয়। প্রেসিডেন্ট মো. আব্দুল হামিদ আবেদনের বিষয়ে বিধিমোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তবে প্রেসিডেন্টের এই নির্দেশের পরেও ভর্তির শর্ত শিথিল করা হয়নি বলে জানিয়েছে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন।

বিদেশি কোটাসহ যেসব বেসরকারি মেডিকেল কলেজে আসন পূরণ হয়েছে সেগুলো হলো, ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ, কিশোরগঞ্জের জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ, রাজশাহীর ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ, রাজধানীর ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ, আনোয়ার খান মেডিকেল কলেজ, পপুলার মেডিকেল কলেজ, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং ডা. সিরাজুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ।

এদিকে আদনান, ফারিয়া, মুন্সি, তৌফিকসহ বেশ কজন মেডিকেল ভর্তিচ্ছু ইনকিলাবকে জানায় তাদের বর্তমান মানসিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা। শৈশব থেকে ডাক্তার হবার স্বপ্ন থাকলেও সামান্য কয়েক নম্বরের জন্য সেই ইচ্ছায় বাস্তবায়নের পথ বন্ধ। টাকা থাকলে রেজাল্ট বিষয় না, বিদেশে গিয়ে পড়া যায়; কিন্তু আমাদের মতো যাদের বিদেশে যাবার মতো টাকা নেই তাদের অনেকেই এরই মধ্যে বিভিন্ন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে গেছে। যারা বাকি আছে তারাও প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ভর্তি হচ্ছে। এসব শিক্ষার্থীদের অভিযোগ কমপক্ষে এক বছর আগে থেকে এসব সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলে প্রস্তুতি নিতে আরো সুবিধা হতো। তাহলে আজ আর লক্ষ্য থেকে সরে এসে কি করব তা ভাবতে হতো না।

প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক এবং ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজের চেয়ারম্যান শাহ মো. সেলিম বলেন, সরকারে এবারের পাস নম্বর বাড়ানোর সিদ্ধান্তের কারণ এখনো আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। গত বছর বা তার পূর্বে যারা ১২০ নম্বর পেয়ে ভর্তি হয়েছিল তারা কি অযোগ্য ছিল। তিনি বলেন, সরকারে এধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। একদিকে প্রাইভেট মেডিকেলগুলো শিক্ষার্থী পাচ্ছে না, আবার অনেক শিক্ষার্থীর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়তে পারছে না। তিনি বলেন, সম্প্রতি সউদী আরবে শ্রমিক পাঠানো শুরু করেছে সরকার। বাংলাদেশ ইতিপূর্বে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিপুলসংখ্যক ডাক্তার পাঠাতো। যারা দেশের সুনাম বৃদ্ধি পাশাপাশি পর্যাপ্ত রেমিটেন্স পাঠাত। কিন্তু এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিলে সেদিক থেকেও পিছিয়ে পড়তে হবে। তিনি বলেন, আগামীতে এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে অবশ্যই সরকার সামগ্রিক চিন্তা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।